মাঠে - ময়দানে

শেষ বলে হার, সিরিজ খোয়াল রোহিতরা

হ্যামিলটন, ১০ ফেব্রুয়ারি: আশা জাগিয়েও শেষ রক্ষা হল না। শেষ দু'ওভারে প্রয়োজন ছিল ৩০ রান। সেই অঙ্কই শেষ ওভারে দাঁড়ায় ১৬ রানে। উইকেট হাতে থাকলে থ্রিলার ম্যাচে শেষ ওভারে এই রান কঠিন কিছু নয়। কিন্তু লকগেট খুললে আর কবেই বা ভারত নিজেদের ধরে রেখেছে! এদিন যেমন মিডল অর্ডারে উইকেটের লকগেট খুলতেই একের পর এক উইকেট হারিয়ে সেডন পার্কে নিউজিল্যান্ডকে ম্যাচ উপহার দিয়ে এল ভারত। থ্রিলার ম্যাচে শেষ বলে ৬ হাঁকিয়েও ভারতকে জয় এনে দিতে পারলেন না বাংলাদেশ ম্যাচে জয়ের নায়ক দীনেশ কার্তিক। ভারতের বিরুদ্ধে কিউয়িরা জয় পেল ৪ রানে। ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২০৮ রানে। দীনেশ কার্তিক-জুনাল পান্ডিয়া শেষ চার ওভারে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। শেষ ওভারে আঁটোসাঁটো বোলিং করে ১১ রান খরচ করেন কিউয়ি পেসার টিম সাউদি। তাঁর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়েই ম্যাচ হারল টিম ইন্ডিয়া। সেডেন পার্কে ম্যাচে জিতে নিউজিল্যান্ড টি-২০ সিরিজ জিতল ২-১ ব্যবধানে। ২১৩ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাওয়ানের উইকেট হারিয়ে ধাক্কা খায় ভারত। শিখরকে ৫ রানের মাথায় সাজঘরের রাস্তা দেখান স্যান্টনার। শুরুতে উইকেট খুইয়ে বসলেও বিজয় শঙ্করের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় টিম ইন্ডিয়া। ২৮ বলে ৪৩ রানের দামি ইনিংস খেলেন শঙ্কর। ধৈর্য্য ধরলে অর্ধশতরান হাঁকিয়ে ইনিংস সচল রাখতে পারতেন। রোহিত ফেরেন ২৮ রানে। পন্থ ২৮ রান ও পান্ডিয়া ২১ রান ঝোড়ো শুরু করেও উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন। রান তাড়া করার চাপে পড়ে লম্বা ভভার বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে সাউদির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চার রানের মধ্যে তিন উইকেট খুঁইয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। পরে টিম ইন্ডিয়ার কার্তিক-জুনাল স্কোরবোর্ড সচল রেখে ভারতকে ট্র্যাকে ফেরানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ১৬ বলে ৩৩ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেন কার্তিক। জুনাল নট আউট থাকেন ২৬ রানে। এরপরও চার রানে ম্যাচ হেরে ১-২ ব্যবধানে কিউয়িদের সিরিজ উপহার দিয়ে এল রোহিত অ্যান্ড কোম্পানি। এই সিরিজে বিরাটের উপস্থিতি অনেকটাই মিস করেছেন সমর্থকেরা। ব্যাট হাতে ৭২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে কিউয়িদের হয়ে ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেন কলিন মুনরো। এছাড়া উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান সেইফার্ট দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও তৃতীয় ম্যাচে ৪৩ রানের ইনিংস খেলেন। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২৭ রান করেন কেন উইলিয়ামসন। গ্র্যান্ডহোমে ৩০ রান করেন। অপরাজিত থাকেন মিচেল ১৯ ও টেলর ১৪। বাঁ-হাতি ওপেনারের দামি ইনিংসে ভর করেই নির্ধারিত কুড়ি ওভারে স্কোরবোর্ডে ২১২ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। ভারতের হয়ে দুটি উইকেট নেন কুলদীপ যাদব। একটি করে উইকেট নিয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার ও খলিল আহমেদ। ম্যাচের সেরা হয়েছেন বাঁ-হাতি মুনরো। সিরিজ সেরা হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান সেইফার্ট।

ভারতের প্রমীলা বাহিনীকে হোয়াইটওয়াশ কিউয়ি মহিলা দলের

হ্যামিলটন, ১০ ফেব্রুয়ারি: নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওয়ান ডে সিরিজে জয় ছিনিয়ে নিলেও টি-২০ সিরিজে হতাশ করল উইমেন ব্লু। অকল্যান্ডে হারের ফলে সিরিজ আগেই খুইয়েছিল ভারত। হ্যামিলটনে রবিবার তৃতীয় ম্যাচেও মন্ধনার দুরন্ত ব্যাটিং জয় এনে দিতে পারল না হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানিকে। নিয়মরক্ষার ম্যাচে ২ রানে থ্রিলার জয় ছিনিয়ে নিল কিউয়িরা। ফলে টি-২০ সিরিজে ০-৩ ব্যবধানে পযর্দুস্ত হতে হল ভারতকে। রবিবাসরীয় সেডন পার্কে মুলত সোফি ডিভাইনের অল-রাউন্ড পারফরম্যান্সেই ম্যাচ হারতে হল ভারতকে। প্রথম ম্যাচে দুরন্ত অর্ধশতরানের পর তৃতীয় ম্যাচেও কাজে এল না বাঁ-হাতি ওপেনার স্মৃতি মন্ধনার দুরন্ত ব্যাটিং। অন্যদিকে, এদিন প্রথমে ব্যাট হাতে নেমে প্রথম ম্যাচের মতোই ঝলসে উঠল কিউয়ি ওপেনার সোফি ডিভাইনের ব্যাট। প্রথম টি-২০তে ৬২ রানের পর তৃতীয় ম্যাচে এই ব্যাটারের ব্যাট থেকে এল ঝকঝকে ৫২ বলে ৭২ রানের ইনিংস।

এছাড়াও আরেক ওপেনার সুজি বেটসের ২৪ ও অধিনায়ক স্যাটার্থওয়েটের ৩১ রানে ভর করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৬১ রান তোলে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ভারতের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল দীপ্তি শর্মা। চার ওভারে ২৮ রান খরচ করে দুটি উইকেট তুলে নেন তিনি। বাকি চার ভারতীয় বোলারের প্রত্যেকেই পান একটি করে উইকেট। ১৬২ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী হয়ে ওঠেন আইসিসি'র বর্ষসেরা মন্ধনা। তবে উল্টোদিকে মাত্র এক রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন প্রিয়া পুনিয়া।

দ্বিতীয় উইকেটে জেমিমা রডরিগেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে বৈতরণী পার করে দেওয়াই লক্ষ্য নেন বাঁ-হাতি মন্ধনা। একইসঙ্গে টি-২০ কেরিয়ারের অষ্টম অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করেন তিনি। কিন্তু এরপরই ব্যক্তিগত ২১ রানে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন জেমিমা। এরপর অধিনায়িকা হরমনপ্রীত মাত্র ২ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরলে ভারতের রান তাড়ার গতি খানিকটা থমকে যায়। তবে ওয়ান ডে দলনায়িকা মিতালিকে সঙ্গে নিয়ে শতরানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া মন্ধনাকে ব্যাটে একসময় জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করে ভারতীয় দল। কিন্তু ১৫.৩ ওভারে ৬২ বলে ব্যক্তিগত ৮৬ রানে শেষ হয় বাঁ-হাতি ব্যাটারের দুরন্ত ইনিংস। শেষদিকে দীপ্তি শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মিতালি চেষ্টা চালালেও লক্ষ্যমাত্রা থেকে দুই রান দূরে থমকে যেতে হয় তাদের। শেষ ভভারে থিলার জয় ছিনিয়ে নিতে ভারতের দরকার ছিল ১৬ রান। কিন্তু অভিজ্ঞ ক্যাসপারেকের শেষ ওভারে আসে ১৩ রান। ফলে ২ রানের থ্রিলার জয়ে সিরিজে ভারতকে ক্লিন সুইপ করে কিউয়িরা। ব্যাট হাতে ৭২ রানের পর বল হাতেও এদিন দুটি উইকেট তুলে নেন ডিভাইন। ১৮০ রান করে সিরিজের সর্বোচ্চ রান স্কোরার মন্ধনা।

শীর্ষে লিভারপুল, লা লিগায় দু'য়ে রিয়াল মাদ্রিদ

লন্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি: লেস্টার সিটি- ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে লিভারপুলের জোড়া ড্র সুবিধে করে দিয়েছিল দ্বিতীয়স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে। এভার্টনকে ২-০ গোলে হারিয়ে তার ফায়দাও তুলে নেয় ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটি। লিভারপুলকে হটিয়ে সাময়িক শীর্ষস্থান দখল করলেও সহজ জয়ে ফের মসনদ ফিরে পেল জুরগেন ক্লপের ছেলেরা। শনিবার ঘরের মাঠে বোর্নমাউথকে ৩-০ গোলে হারাল তারা। ম্যাচের দু'মিনিটের মধ্যেই বৌর্নমাউথের রায়ান ফ্রেসারের একটি প্রচেষ্টা পরীক্ষায় ফেলে দেয় লিভারপুল গোলরক্ষক অ্যালিসনকে। এরপরই টনক নড়ে জুরগেন ক্লপের ছেলেদের। একের পর এক আক্রমণে ২৪ মিনিটে বৌর্নমাউথ গোলমুখের ডেডলক খোলে তারা। ডানদিক থেকে জেমস মিলনারের ভেসে আসা পিন পয়েন্ট ক্রসে মাথা ছুঁয়িয়ে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন স্যাদিও মানে। এরপর মাঝমাঠে থেকে বাড়ানো দুরন্ত থ্রু বল ধরে গোল করার মত জায়গায় পৌঁছে যান ফিরমিনো। এযাত্রায় গোলরক্ষকের বদান্যতায় গোলদুর্গ অক্ষত থাকে বৌর্নমাউথের। তবে ৩৪ মিনিটে মিডফিল্ড জেনারেল উইজনালডামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বিতীয়বারের জন্য এগিয়ে দেয় লিভারপুলকে। বক্সের মধ্যে বল রিসিভ করে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বলে জালে রাখেন ডাচ মিডফিল্ডার। বিরতির ঠিক আগে সালাহর একটি দুরপাল্লার দুরন্ত শট রুখে দেন বৌর্নমাউথ গোলরক্ষক। দু'গোলে আগুয়ান লিভারপুল বিরতির দু'মিনিটের মধ্যে ফের গোল পেয়ে যেতেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় বৌর্নমাউথেরা। ফিরমিনো-সালাহ যুগলবন্দীতে ৪৭ মিনিটে তৃতীয় গোল পায় রেডসরা। মাঝমাঠ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মিশরীয় স্ট্রাইকার। তৃতীয় গোলের সঙ্গেই সঙ্গেই লিভারপুলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়। এই জয়ের ফলে ২৬ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে ফের লিগ শীর্ষে চলে গেল ক্লপ অ্যান্ড কোম্পানি।

অন্যদিকে কোপা দেল রে সেমিফাইনালে এল ক্লাসিকো ড্র করলেও লা লিগায় মাদ্রিদ ডার্বি জিতে নিল রিয়াল মাদ্রিদ। অ্যাওয়ে ম্যাচে এদিন দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়ে ৩-১ জয় তুলে নিল সোলরির ছেলেরা। রিয়ালের হয়ে এদিন গোল তিনটি করেন ক্যাসেমিরো, র‍্যামোস, এবং বেল। আটলেটিকোর হয়ে একমাত্র গোল গ্রিজম্যানের। প্রথমার্ধে ক্যাসেমিরোর গোল মাদ্রিদকে এগিয়ে দিলেও সমতায় ফেরান গ্রিজম্যান। কিন্তু ৪২ মিনিটে র‍্যামোসের স্পটকিক গোলে ফের পিছিয়ে পড়ে আটলেটিকো। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি তারা। ৭৪ মিনিটে রিয়ালের হয়ে শততম গোল করে দলের ব্যবধান ৩-১ করেন বেল। একইসঙ্গে এই জয় অ্যাটলেটিকোকে টপকে লিগ টেবিলে দুয়ে তুলে আনল ইউরোপ সেরাদের। ২৩ ম্যাচে লস ব্ল্যাঙ্কোসদের পয়েন্ট ৪৫। শীর্ষে থাকা বার্সোলোনার পয়েন্ট ২২ ম্যাচে ৫০।

ফের খেলার মাঠে অসুস্থ হয়ে তরুণ ফুটবলারের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার: ফের খেলার মাঠে অসুস্থ ফের এক ফুটবলারের মৃত্যু হল। গতকাল বিকেলে আমন্ত্রণমূলক একটি আন্তঃরাজ্য টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ভুবনেশ্বরের আইন কলেজের ছাত্র ঋত্বিক দাস। খেলতে খেলতে মাঠে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার সকালে তার মৃত্যু হয়েছে। সন্টলেকের সাইয়ের একটি মাঠে একটি আন্তঃরাজ্য আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। গতকাল বিকেলে সাইয়ের ওই মাঠেই খেলা ছিল ওড়িশার দলটির। খেলতে খেলতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে ঋত্বিক। মাঠেই শুয়ে পড়ে তিনি। সতীর্থরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জল দেয়। জল খাওয়ার পর ঋত্বিক আরও অসুস্থ বোধ করেন বলে জানাচ্ছেন সতীর্থরা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সন্টলেকের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়। ভুবনেশ্বর থেকে তাঁর বাবা মা শহরে আসেন। কিন্তু চিকিৎসকরা আর ঋত্বিককে বাঁচাতে পারেননি। অকালে প্রাণ গেল বছর তিরিশের প্রতিভাবান যুবকের। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে ঋত্বিকের। তার দেহ ময়নাতদন্তও করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঋত্বিকের বাবা-মা দেহ নিয়ে ওড়িশায় রওনা দেবেন। কলকাতা ময়দানে খেলার মাঠে মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। এর আগে ক্রিকেট মাঠে একাধিক মর্মান্তিক মৃত্যুর সাক্ষী থেকেছে ময়দান। সম্প্রতি বাংলার প্রথম শ্রেণির এক ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে খেলার মাঠে। মৃত ক্রিকেটারের নাম অনিকেত শর্মা। সিএবি লিগে পাইকপাড়া ক্লাবের হয়ে খেলত সে। অনুশীলনে ফুটবল খেলতে খেলতে আচমকাই মাঠে লুটিয়ে পড়ে অনিকেত। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আরজি কর হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে অনিকেতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এর আগে ইস্টবেঙ্গলের তরুণ ক্রিকেটার অঙ্কিত কেশরীরাও মৃত্যুর সাক্ষী ছিল কলকাতা ময়দান।

ফেব্রুয়ারিতেই হবে ইস্টবেঙ্গল-রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ

স্টাফ রিপোর্টার: স্থগিত হওয়া রিয়াল কাশ্মীর-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ কবে হবে সেই নিয়ে আগ্রহী দুই ক্লাবই। দেশের সেরা প্রতিযোগিতায় শেষবার ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ২০০৩-০৪ মরশুমে। তারপর থেকে বেশ কয়েকবার সুযোগ এলেও শেষ হাসি হাসতে পারেনি কলকাতার দল। ১৪ বছরের বনবাস কাটাতে এবার তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শতবর্ষের সামনে থাকা ক্লাবের সমর্থকরা। যে পথে অন্যতম কঠিন হার্ডল এই কাশ্মীর। সূচি অনুযায়ী রবিবার হওয়ার কথা ছিল ম্যাচ। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ায় বরফের নিচে চলে গিয়েছে মাঠ। ফলে ম্যাচ স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন। যার ফলে অনেকটাই স্বস্তিতে লাল-হলুদ ড্রেসিংরুম। দশদিনের চারটি ম্যাচ থাকায় এমনিতেই ক্ষিপ্ত ছিলেন কোচ আলেসান্দ্রো গার্সিয়া। কাশ্মীর যেতে না হওয়ায় যে চিন্তা কাটল অনেকটাই। ফলে ১৪ ফেব্রুয়ারির শিলং লাজং ম্যাচের আগে অতিরিক্ত বেশ কিছুটা সময় পেয়ে গেলেন জবিদের স্প্যানিশ কোচ। তাছাড়া তিনি নিজে তো বটেই, বিশেষজ্ঞরাও কাশ্মীর ম্যাচকেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বলছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই ম্যাচ খেলতে হলে সমস্যায় পড়তে পারত ইস্টবেঙ্গল। টেলিভিশন সম্প্রচারের কারণে আই লিগের বেশি ম্যাচের সূচি পরিবর্তন সম্ভব নয়। আবার সিদ্ধান্ত মেনে শেষ রাউন্ডের ম্যাচও পরিবর্তন করতে চাইছে না ফেডারেশন। এই পরিস্থিতিতে কবে এই ম্যাচ হতে পারে, তা নিয়েই চলছে জল্পনা-কল্পনা। ফেডারেশন চায় না তাদের বিরুদ্ধে কোনও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠুক। সেই কারণে পরিবর্তিত সূচি দুই দলের সঙ্গে আলোচনা করেই দিতে চায় তারা। তবে তা তারা করতে চায় ফেব্রুয়ারিতেই। ঘোষিত সূচি মেনে মিনার্ভা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে কাশ্মীরের পরের ম্যাচ ১৭ ফেব্রুয়ারি। সেদিনই বিকেলে যুবভারতীতে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। এর পরের রাউন্ডে ২৪ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটিতে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে খেলবে রিয়াল কাশ্মীর। পরদিন ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ আইজল।

এরপর ৩ মার্চ মিনার্ভার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল খেললেও কাশ্মীরের শেষ রাউন্ড ছাড়া কোনও ম্যাচ নেই। ফলে যা পরিস্থিতি, তাতে স্থগিত ম্যাচ হওয়ার জন্য আপাতত দুটি স্লট পাওয়া যাচ্ছে। ২০ অথবা ২১ ফেব্রুয়ারি, নয়তো ২৭ বা ২৮ ফেব্রুয়ারি। এই প্রসঙ্গে গোয়া থেকে আই লিগ সিইও সুনন্দ ধর বলেন, শেষ রাউন্ডের আগেই ম্যাচটি হবে। কিন্তু কবে কোথায়, এখনও ঠিক নেই। কোয়েস ইস্টবেঙ্গল কর্তা সঞ্জিত সেন জানিয়েছেন, আশা করছি সোমবারের মধ্যেই জানতে পেরে যাব। তবে আমরা তৈরি।

অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে আর্চারী চ্যাম্পিয়নশিপ

স্টাফ রিপোর্টার: চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে নবম অলইন্ডিয়া রেলওয়ে আর্চারি (এমএন্ডডব্লু) চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮-১৯ অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতার শেষদিনে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিএলডব্লুর জেনারেল ম্যানেজার প্রবীণ কুমার মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন সিএলডব্লু'র - ডব্লু ডব্লুও সুনিতা মিশ্র এবং খেলার সঙ্গে জড়িত আধিকারিকরা বিভিন্ন ক্যাটগরিতে জয়ীদের গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ মেডেল দেওয়া হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগের খেলোয়াড়দের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। আর্চারিতে গোল্ড পেয়েছেন কপিল মহিলা বিভাগে গোল্ড পেয়েছেন অঙ্কিতা ভগত। সিএলডব্লু এবং রেলের খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। গত ৭ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল।

হ্যামিলটনে ক্রিকেট বিশ্ব সাক্ষী রইল অনন্য ঘটনার

হ্যামিলটন, ১০ ফেব্রুয়ারি: ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ চলাকালীন ভারতের ফিল্ডিংয়ের সময় হঠাৎই এক স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী থাকল গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। ঘটনাটি হল হঠাৎই এক ভারতীয় সমর্থক হ্যামিলটনের মাঠে প্রবেশ করে এবং দৌড়ে সোজা এমএসের কাছে পৌঁছে যায়। ধোনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যাটিং উইকেটের ঠিক পিছনে। ওই সমর্থকটি মাহিকে সামনা-সামনি দেখে আপ্লুত হয়ে মাহিকে প্রণাম করতে যায়, ফ্যানটির হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। তেরঙাটি যাতে মাহির পায়ের যাতে না ছোঁয়, তৎক্ষণাৎ ধোনি জাতীয় পতাকাটি হাতে তুলে নেয়। সবাই কম-বেশি জানি ধোনি দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা- শ্রদ্ধা ব্যাপারে। এবং ধোনির দেশকে এতটাই ভালবাসেন তাঁর উইকেট কিপিং হেলমেটেও কিন্তু জাতীয় পতাকা থাকে না কারণ হেলমেটটি সবসময় মাটিতে থাকার জন্য। তাঁর সতীর্থদের পরামর্শ দেন যে তুমি মাঠে আসা দর্শকদের জন্য খেলো না, তুমি দেশের জন্য ক্রিকেট টা খেলো। সুতারং এর প্রমাণিত হয় মাহিই ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম একজন বিশ্বস্ত -দায়িত্ববান সৈনিক। সবকিছুর আগে দেশ প্রাধান্য পায় তাঁর কাছে। এদিনের ঘটনাও আর একবার প্রমাণ করল দেশবাসীর আগে। মাহি এদিনই ৩০০ টি কুড়ি-বিশের ম্যাচ খেললেন, যদিও শেষ অবধি অভিজ্ঞতা বিশেষ সুখকর হল না।

প্রকাশকপাল্লি কুণ্ডু কর্তৃক যাদুভিটা, পোস্টঅফিস-চম্পাসাড়ি,পি.এস-প্রধাননগর,শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকেপ্রকাশিতএবংইকোপ্রিন্টিং প্রেসযাদুভিটা, পোস্টঅফিস-চম্পাসাড়ি,পি.এস-প্রধাননগর,শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্‌লাহা ● মুখ্যসম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্‌লাহা